লিম্ব পেইন সিনড্রোম

বিবরণ 2016

কমপ্লেক্স রিজিওনাল পেইন সিনড্রোম টাইপ ১
সমার্থক: রিফ্লেক্স সিমপ্যাথেটিক ডিসট্রফি, লোকালাইজড ইডিওপ্যাথিক মাসকুলো স্কেলেটাল পেইন সিনড্রোম।

এটা কি?

চরম আকারের ব্যথা, যার কারন জানা যায়নি এবং প্রায়ই চামড়ার পরিবর্তন দেখা যায়।

প্রকোপের মাত্রা কেমন ?

অজানা তবে কিশোর বয়সে (১২ বছর বা তার উপরে) এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে বেশী।

প্রধান লক্ষণসমূহ কি?

সাধারনত দীর্ঘসময় ধরে লক্ষনসমূহ হাত ও পায়ে মারাত্œক ব্যথা যার মাত্রা নানাবিধ চিকিৎসার পরও একই থাকে বরং সময়ের সাথে প্রকট আকার ধারন করে। এরকম লম্বা ইতিহাস থাকে। এর কারনে প্রায়শই আক্রান্ত প্রত্যঙ্গের ব্যবহারহীনতা দেখা যায়।
যেসব স্পর্শ ব্যথাহীন, যেমন আলতো ভাবে ছোঁয়া ও এসকল শিশুদের ক্ষেত্রে ভয়াবহ ব্যথাময় হতে পারে। এরকম কাজে স্পর্শকাতরতাকে ‘এলোডাইনিয়া’ বলে।
এসকল সমস্যাগুলি শিশুদের দৈনন্দিন কাজকর্ম ও বিদ্যালয়ে উপস্থিতি বাধাগ্রস্থ করে।
সময়ের সাথে আক্রান্ত শিশুদের কারো কারো চামড়ার রং এর কিছু পরিবর্তন (ফ্যাকাশে বা বেগুণীভাব) কম তাপমাত্রা ও চামড়ার মাধ্যমে জলীয় অংশ নিঃসরনের ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। আক্রান্ত স্থান ফুলে যেতে পারে। হাত পায়ের স্বাভাবিক ভঙ্গিমা বিচ্যুত হয় এবং নড়াচড়া ব্যহত হয়।

কিভাবে রোগ নির্নয় করা যায় ?

কিছুকাল আগে অন্য নামে ডাকা হলেও এখন চিকিৎসকেরা এগুলোকে ‘কমপ্লেক্স রিজিওনাল পেইন সিনড্রোম’ নামকরণ করছেন। এরোগ নিরূপনের জন্য বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ব্যবহৃত হয়।
রোগ নিণয়ের জন্য ব্যথার বৈশিষ্ট্য (চরম প্রকোপ, দীর্ঘময়োদী, স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যহত কারী, বিভিন্ন

চিকিৎসায় উন্নতি না হওয়া, এলোডাইনিয়া) ও শারীরিক পরীক্ষার ফলাফল জানা প্রয়োজন।
সমস্যা ও উপসর্গের সমষ্টি সামঞ্জস্যপূর্ণ শিশু রিউমাটোলজীস্টের কাছে বেকার করার পূর্বে অন্যান্য রোগ সমূহ, যা প্রাথমিক চিকিৎসক বা শিশু বিশেষজ্ঞ দ্বারা চিকিৎসা প্রদান সম্ভব তা নির্নয় করতে হবে। উন্নতমানের পরীক্ষা নিরীক্ষা, যেমন এম আর আই হাড়, মোড়া ও মাংসের তেমন কোন নির্দিষ্ট পরিবর্তন দেখাতে পারে না।

চিকিৎসা কি?
ফিজিওথেরাপিস্টের মতামত অনুযায়ী 'ইনটেনসিভ ফিজিকাল এক্সারসাইজ থেরাপী প্রোগ্রাম ' সর্বোত্তম চিকিৎসা, সাইকোথেরাপী নাও লাগতে পারে। একক বা যুগ্মভাবে অন্যান্য চিকিৎসা যেমন বিষন্নতার ঔষধ, বায়োফিডব্যাক ট্রান্সকিউটেনিয়াস ইলেকট্রিক নার্ভ স্টিমুলেশন, এবং বিহেভিয়োরাল মডিফিকেমন ব্যবহারকরা যেতে পারে। ব্যথানাশক ঔষধ সাধারনত কাজ করে না। তবে গবেষনা কেমন চলছে এবং আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে উন্নত চিকিৎসার উদ্ভাবন হতে পারে। সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য (শিশু, পরিবার ও চিকিৎসক) চিকিৎসাটি জটিল। যেহেতু রোগটির কারনে মানসিক চাপ বৃদ্ধি পায়, তাই সাইকোলজিকাল ইন্টারভেনশন প্রয়োজন। তবে চিকিৎসা ব্যর্থতার প্রধান কারন পরিবারের পক্ষ থেকে রোগ গ্রহণ করা এবং প্রস্তাবিত চিকিৎসা গ্রহনে অপারগতা।

পরিনাম কি?
বড়দের তুলনায় ভাল। শিশুরা বড়দের চেয়ে দ্রুত আরোগ্যলাভ করে। কিন্তু সময়সাপেক্ষে এবং ব্যক্তিবিশেষে ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। দ্রুত রোগ নিরুপন ও চিকিৎসা প্রদানের পরিনাম ভাল।

দৈনন্দিন জীবনযাপনের উপর প্রভাব কি?
দৈনন্দিন স্বাভাবিক কাজকর্ম, নিয়মিত স্কুলে যাওয়া ও সমবয়সীদের সাথে খেলাধুলা উৎসাহিত করতে হবে।